بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلّي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ

খণ্ড
1
গ্রাহক চাঁদা
বাৎসরিক ৩০০ টাকা

বদর
সাপ্তাহিক কাদিয়ান
The Weekly BADAR Qadian Bangla

সংখ্যা
39
সম্পাদক:
তাহের আহমদ মুনির
সহ-সম্পাদক:
মির্যা সফিউল আলাম

www.akhbarbadarqadian.in
বৃহস্পতিবার ১লা ডিসেম্বর, 2016 1 ফাতাহ, 1395 হিজরী শামসী 30 সফর 1437 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর সুরক্ষার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হউক। আমীন।

আকাশের নীচে ইহা বড় যুলুম হইয়াছে যে, খোদার এক প্রত্যাদিষ্ট পুরুষের সহিত তাহারা যাহা চাহিয়াছে তাহাই করিয়াছে এবং যাহা চাহিয়াছে তাহাই লিখিয়াছে।

হযরত ইউসুফের যুগে ফেরাউনও সত্য-স্বপ্ন দেখিয়া ছিল। কোন কোন সময় বড় বড় কাফেররাও সত্য-স্বপ্ন দেখিয়া থাকে। বিপুল অদৃশ্যের জ্ঞান এবং এক বিশেষ পুরস্কার দ্বারা খোদার গৃহীত বান্দাগণকে সনাক্ত করা হয়। কেবল দুই একটি স্বপ্ন দ্বারা তাহা করা যায় না।

বাণী ঃ হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)

আফসোস, খোদা তা'লার যে সকর নিদর্শন খোলাখুলিভাবে প্রকাশিত হইয়াছে ঐগুলি দ্বারা তাহারা উপকার লাভ করিতে চেষ্টা করে নাই। যে কয়েকটি নিদর্শন তাহারা বুঝিতে পারে নাই ঐগুলিকে তাহারা আপত্তির লক্ষ্যস্থল বানাইয়া লইয়াছে। এই জন্য আমি জানি এই ফয়সালাতে বিলম্ব হইবে না। আকাশের নীচে ইহা বড় যুলুম হইয়াছে যে, খোদার এক প্রত্যাদিষ্ট পুরুষের সহিত তাহারা যাহা চাহিয়াছে তাহাই করিয়াছে এবং যাহা চাহিয়াছে তাহাই লিখিয়াছে। আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, আব্দুল হাকিম খান তাহার 'যিকরুল হাকীম' পুস্তিকার ৪৫ পৃষ্ঠায় আমার সম্পর্কে এই কথা লেখে, " আমি আপনার কোন ত্রুটি বিচ্যুতি দেখি না। আমার ঈমান এই যে, আপনি মসীহের সাদৃশ্য। আপনি মসীহ। আপনি নবীগণের সাদৃশ্য।" অতঃপর এই পুস্তিকার ১২ পৃষ্ঠার **১৫** লাইন হইতে ২০ লাইন পর্যন্ত আমার সত্যায়নে তাহার এই বক্তব্য বড় অক্ষরে লেখা হইয়াছে, " আমার খালাতো ভাই মৌলবী মোহাম্মদ হাসান বেগ হুযুরের ঘোর বিরুদ্ধবাদী ছিল। তাহার সম্পর্কে স্বপ্নে আমি অবগত হই যে, যদি সে মসীহুযযামানের বিরুদ্ধাচারনে লাগিয়া থাকে তবে সে প্লেগের ধ্বংস হইয়া যাইবে। সে শহরে বাহিরে আলো-বাতাস খেলে এইরূপ একটি প্রশস্ত বাড়ীতে বসবাস করিত। এই স্বপ্নের কথা আমি তাহার সহোদোর ভাই, চাচা ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনকে শুনাইয়া দিয়াছিলাম। এই বৎসর পর সে প্লেগেই মারা যায়।" আব্দুল হাকিম খানের পুস্তিকা 'যিকরুল হাকীম" এর ১২ পৃষ্ঠা দেখ। দেখ, এই ব্যক্তি আমার প্রতিশ্রুতি মসীহ হওয়ার সত্যায়নের ব্যাপারে একটি স্বপ্ন পেশ করে, যাহা সত্য প্রমাাণিত হইল।

অতঃপর সে এই পুস্তিকার শেষাংশে এবং তাহা ছাড়া নিজ পুস্তক 'মসীহুদ্দাজ্জাল' এ আমার নাম দাজ্জাল এবং শয়তান রাখে। সে আমাকে খেয়ানতকারী, হারামখোর এবং মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করে। অদ্ভুত ব্যাপার এই যে, আব্দুল হাকিম খান তাহার এই দুইটি পরস্পর বিরোধী বর্ণনায় কয়েক দিনের ব্যবধানও রাখে নাই। একদিকে সে আমামে প্রতিশ্রুত মসীহ বলিল ও নিজের স্বপ্ন দ্বারা আমাকে সত্যায়ন করিল। অন্যদিকে সে আমাকে যুগপৎ দাজ্জাল ও মিথ্যাবাদীও বলিয়া দিল। সে এইরূপ কেন করিল তাহাতে আমার কোন পরোয়া নাই। কিন্তু প্রত্যেকের ভাবা উচিত যে, এই ব্যক্তির অবস্থা একজন হুঁশ-জ্ঞান হারানো ব্যক্তির অবস্থায় ন্যায়, যাহার কথায় সুস্পষ্ট বিরোধীতা রহিয়াছে। একদিকে সে আমাকে সত্য মসীহ্ বলিয়া স্বীকার করে, বরং আমার সত্যায়নে একটি সত্য-স্বপ্ন পেশ করে, যাহা পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। অন্যদিকে সে আমাকে সব কাফিরদের মধ্যে নিকৃষ্টতম কাফের মনে করে। ইহার চাইতে অধিক কোন স্ববিরোধিতা আছে কি? সে আমার প্রতি যে সকল দোষারোপ করে উহার সম্পর্কে তাহার ভাবা উচিত ছিল যে, যখন সে স্বপ্নের মাধ্যমে আমার সত্যতার সত্যায়ন করিল, বরং আমার সত্যায়নের জন্য খোদা হাসান বেগকে প্লেগে ধ্বংস করিয়া দিলেন, * এমতাবস্থায় এক দাজ্জালের জন্য কি খোদা তাহাকে মারিল? তাছাড়া খোদা কি ঐ দোষে কথা জানিতেন না, যাহা ২০ বৎসর পর সে জানিতে পারিল?** তাহার এই অজুহাত গ্রহণযোগ হইবে না যে, সে শয়তানী স্বপ্ন দেখিয়া থাকিবে এবং ইহাও একটি শয়তানী স্বপ্ন ছিল। কেননা, এই কথাতো আমি স্বীকার করিতে পারি যে, প্রাকৃতিক গড়নের দরুন সে শয়তানী স্বপ্ন দেখিয়া থাকিবে এবং তাহার উপর শয়তানী ইলহামও হইয়া থাকিবে। কিন্তু আমি স্বীকার করিতে পারি না যে, ইহা শয়তানী স্বপ্ন। কেননা, কাহাকেও ধ্বংস করার জন্য শয়তানকে ক্ষমতা দেওয়া হয় নাই। হাঁ, এখন আমা বিরুদ্ধাচরণের অবস্থায় তাহার নিকট যে সকল স্বপ্ন ও ইলহাম হইতেছে ঐগুলি শয়তানী স্বপ্ন ও শয়তানী ইলহাম। কেননা, ঐগুলির সহিত কোন খোদায়ী শক্তির নমুনা নাই। তাহার চেষ্টা করা উচিত যাহাতে শয়তান তাহার নিকট হইতে দূরে সরিয়া যায়।

*টীকা: আব্দুল হাকিমের উচিত মোহাম্মদ হাসান বেগের কবরে যাইয়া কাঁদিয়া বলে, তুমি অস্বীকারের ক্ষেত্রে সত্যবাদী ছিলে এবং আমি মিথ্যাবাদী ছিলাম। আমার পাপ ক্ষমা কর এবং খোদার নিকট হইতে জানিয়া আমাকে বল, এক মিথ্যাবাদী ও দাজ্জালের জন্য কেন তিনি আমাকে ধ্বংস করিয়া দিলেন।

** টীকা: এই বিষয়টিও ভাবিয়া দেখার যোগ্য, যে ব্যক্তি ২০ বৎসর পর্যন্ত লেখায় ও বক্তৃতায় আমাকে সমর্থন করিয়া আসিয়াছে এবং বিরুদ্ধবাদীদের সহিত ঝগড়া করিয়া আসিয়াছে, এখন ২০ বৎসর পরে এমন নতুন কোন কথা সে জানিতে পারিল? যে দোষের কথা সে লিখিয়াছে তাহাতে উহাই, যাহার উত্তর সে নিজেই দিয়া আসিতেছিল।

*** টীকা: ইহাও আব্দুল হাকিমের হুঁশ জ্ঞান হারানোর লক্ষণ যে, যে স্বপ্নে তাহাকে মোহাম্মদ হাসান বেগের মৃত্যু সম্বন্ধে বলা হইয়াছি এবং তদনুযায়ী হাসান বেগ মরিয়াও গিয়াছিল, সে ইহাকে শয়তানী স্বপ্ন আখ্যা দেয়। মনে হয় বিরোধীতার উত্তেজনা এই ব্যক্তির বুদ্ধি-জ্ঞানকে বিনাশ করিয়া দিয়াছে। যে স্বপ্নকে বাস্তব ঘটনা সত্য বলিয়া প্রমাণ করিয়া দিল এবং যাহা আল্লাহ্‌র তরফ হইতে হওয়ার ব্যাপারে মোহর লাগাইয়া দিল উহা কিভাবে মিথ্যা হইতে পারে? মিথ্যা ও প্রবৃত্তিগত স্বপ্নতো ঐগুলি, যাহা এখন ইহাদের বিপরীত হইতেছে এবং যাহাদের উপর সত্যের কোন মোহর নাই। কিন্তু এই

এরপর আটের পাতায়

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

ঈমানের শিকড়ের দৃঢ়তার পাশাপাশি পুণ্যকর্মের সতেজ শাখা-প্রশাখা থাকাও জরুরী

বাণী: হযরত আমীরুল মোমেনীন মির্যা মাসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)

হযরত খলীফাতুল মসীহ (আই.) বলেন,

" কেবল ঈমানের দাবী, এর বহিঃপ্রকাশ এবং শিকড়ের দৃঢ়তার ঘোষণা কোন মূল্য রাখে না যতক্ষণ পর্যন্ত না পুণ্যকর্মের সতেজ শাখা-প্রশাখা এবং ফল সৌন্দর্য্য প্রকাশ করে এবং উপকারে আসে। যতক্ষণ পর্যন্ত এই সৌন্দর্য্য এবং উপকার অব্যাহত রয়েছে ততক্ষণ পৃথিবীবাসীর মনোযোগ থাকে এবং তার চতুর্দিকে একত্রিত থাকে এবং তার রক্ষণাবেক্ষনের প্রতি সচেষ্টও থাকে। এই কারণেই আল্লাহ্ তা'লা প্রত্যেক মুসলমানকে কেবল ঈমানের দৃঢ়তার কথা বলেন নি বরং প্রায় প্রত্যেকটি স্থানে ঈমানের সঙ্গে পুণ্যকর্মের শর্ত বেঁধে দিয়েছেন। এবং তদনুরূপ অবস্থা সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে আল্লাহ তা'লা নবীগনকে প্রেরণ করতে থাকেন। এই অবস্থা মোমেনদের মধ্যে তখনই সৃষ্টি হয় যখন যুগের নবীর সাথে সম্পর্ক তৈরী হয়। যেরূপ আমি বলেছি, প্রমূখ দলগুলি যারা ধর্মের নামে নিজেদের দৃঢ় ঈমানের বহিঃপ্রকাশ করে থাকে, কিন্তু এর ফলাফল কি দাঁড়াচ্ছে? তাদের নিজেদের মধ্যে না কেবল ঘৃণা ও বিদ্বেষ বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং একটি দল অন্য দল অপেক্ষা নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে বৈধ, অবৈধ সকল পন্থা প্রয়োগ করে এবং অত্যাচারের মাধ্যমে আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছে। এর কারণে অ-মুসলিমরাও এদের কারণে অতিষ্ঠ ও ত্রস্ত হয়ে পড়েছে। সেই ধর্ম যা অ-মুসলিমদের ভালবাসা জয় করেছে এবং মুসলমান প্রশাসকদের রক্ষা করতে অ-মুসলিমরাও মুসলমানদের পক্ষ থেকে যুদ্ধ করেছে, সেই ধর্মের আজ এমন করুন দশা যে, অন্যদেরকে আকর্ষণ করা তো দূরের কথা স্বয়ং মুসলমানদের নিজেদের পুণ্য কর্মের অভাবে ' قُلُوْبُهُمْ شَتّٰى-এর দৃশ্য পেশ করছে। তাদের অন্তর আজ বিদীর্ণ হয়ে রয়েছে।

আজ সঠিক কর্মপন্থা উপস্থাপন করা প্রত্যেক আহমদীর কর্তব্য, যে কিনা যুগের ইমামা ও নবীকে মান্য করেছে। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) -এর জামাতই হল খোদা কর্তৃক রোপিত বৃক্ষ যার শিকড় দৃঢ় এবং শাখা-প্রশাখা সতেজ, দৃষ্টি নন্দন এবং ফলদায়ী যা জগতকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করে। আর এসব কিছু এই কারণে যে, হযরত মসীহ মওউদ (আ.) আমাদেরকে প্রকৃত ইসলামী শিক্ষার সঙ্গে পরিচয় করিয়েছেন। আমাদেরকে মহানবী (সা.)-এর আদর্শের উপর চলার প্রতি উৎসাহিত করেছেন এবং এর গুরুত্ব সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন।

অতএব, জামাত আহমদীয়ায় হল একমাত্র জামাত যার শিকড় দৃঢ় বদ্ধমূল রয়েছে এবং শাখা-প্রশাখা সতেজ, দৃষ্টি নন্দন এবং ফলদায়ী যা জগতকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করে। এটি সেই বৃক্ষ যাকে দেখে পৃথিবীর প্রত্যেক অংশের মানুষ বলে ওঠে যে, এটি কোন ইসলাম যা তোমরা উপস্থাপন করছ? এখন এমন অসংখ্য ঘটনাবলী প্রকাশ্যে আসে যে প্রকৃত ইসলামের সৌন্দর্য্য দেখে মানুষ আশ্চয্যচকিত হয়ে যায়।

আফ্রিকায় এক স্থানে একটি মসজিদের উদ্বোধন অনুষ্ঠান হচ্ছিল। সেখানকার প্রধান ছিল একজন খৃষ্টান। সেই মহাশয়কেও আমন্ত্রণ জানানো হয়। তিনিও অংশ নেন। তিনি বলেন, আমি এখানে তোমাদের ভালবাসার টানে আসে নি। আমি তো কেবল এবিষয়টি দেখতে এসেছিলাম যে, বর্তমান যুগে এমন কোন মুসলমান আছে যারা মসজিদ উদ্বোধনে একজন অমুসলিম এবং একজন খৃষ্টানকেও আমন্ত্রণ জানিয়েছে। এখানে এসে আমার বিস্ময়ের সীমা রইল না যখন দেখলাম যে, এখানে বিভিন্ন ধর্মের মানুষ একত্রিত হয়েছে এবং আহমদীরা নিজেরাও মুসলমান হওয়া সত্বেও এমন উত্তম আচরণ প্রদর্শন করছে যার তুলনা হয় না। ছোট-বড়, ধনী-দরিদ্র প্রত্যেকের সাথে এরা ভালবাসা ও সৌহার্দ্যপূর্ণ আচরণ করছে। এবং এমন উত্তম আচরণ প্রদর্শিত হচ্ছে যে, যা কোথায় দেখা যায় না। অতঃপর এই প্রধান মহাশয় বলেন, এমন ইসলাম এবং এমন মসজিদ তো এই যুগে প্রয়োজন রয়েছে। ইসলাম সম্পর্কে আমার যাবতীয় শঙ্কা ও সংশয় দূরীভুত হয়েছে তিনি আরও বলেন, আপনারা এই অঞ্চলে কেবল একটি মসজিদ উপহারই দেন নি বরং এক নতুন জীবন দান করেছেন। আপনারা জীবনের উচ্চ মূল্যবোধের পদ্ধতি শিখিয়েছেন।

হুযুর (আই.) বলেন, "যুগের ইমামকে মানার কারণে প্রত্যেক আহমদীর কর্তব্য হল ঈমানের দৃঢ়তার পাশাপাশি সতেজ শাখা-প্রশাখায় পরিণত হওয়া, সতেজ শাখা-প্রশাখার সুন্দর পাতা হওয়া এবং সুন্দর ফুল ও ফলে পরিণত হওয়া যা জগতবাসীর কাছে কেবল আকর্ষণীয় না হয় বরং কল্যাণকর ও হয়।

(আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ১০ই অক্টোবর, ২০১৪)

(নাযারাত ইসলাহ ও ইরশাদ মারকাযিয়া, কাদিয়ান)

২০০৮ সালের ২২ শে অক্টোবর বৃটিশ পার্লামেন্টে নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম সম্প্রদায়ের পঞ্চম খলীফা হযরত মির্যা মাসরুর আহমদ (আই.)- এর ঐতিহাসিক ভাষণ (শেষ ভাগ)

লেখক গণ কতদূর সত্যবাদী তারাই ভাল জানেন, আর সবচেয়ে ভাল জানেন আল্লাহতা'লা। এই সমস্ত লেখকদের বিবরণী পড়ে যা বোঝা যায় তা এই সমস্ত দরিদ্র দেশের অনুগত জনগণের অন্তরের তীব্র যন্ত্রনাই হল সন্ত্রাসবাদ এবং গণবিধ্বংসী মানবাস্ত্র প্রতিযোগীতার কারণ।

আজকাল পৃথিবী পূর্বের চাইতে নিজেকে অধিকতর শান্ত, সচেতন ও শিক্ষিত মনে করছে। এমন কি গরীব দেশগুলিতেও এমন বুদ্ধিমান ব্যক্তি রয়েছেন যারা তাদের সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে শিক্ষায় অন্যদের ছাড়িয়ে গিয়েছেন। উচ্চমানের বুদ্ধিজীবি ব্যক্তিত্ব পৃথিবীর বড় বড় গবেষণা কেন্দ্রে একযোগে কাজ করছে। এই পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে কেউ কল্পনা করতেই পারে যে, যে সকল ভ্রান্ত চিন্তাধারা ও অতিতের নির্বুদ্ধিতা তীব্র ঘৃণার উদ্রেক ঘটিয়েছিল এবং ভয়াবহ যুদ্ধ বাধিয়েছিল সকলে একত্রিত হয়ে যৌথ ভাবে সেগুলো ধ্বংস করার চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। আল্লাহ প্রদত্ত বুদ্ধি ও বৈজ্ঞানিক প্রগতি ব্যবহার করে মানবতার কল্যাণ সাধন করা উচিত এবং একে অপরের সম্পদ থেকে মুনাফা প্রাপ্ত হওয়ার অনুমোদিত পদ্ধতির উন্নয়ন ঘটানো উচিত।

আল্লাহতা'লা সকল দেশকেই প্রাকৃতিক সম্পদ দান করেছেন যাতে সেগুলোকে সম্পূর্ণভাবে ব্যবহার করে পৃথিবীটিকে একটি শান্তির আশ্রয় পরিণত করা উচিত। হরেক রকমের ফল শস্য উৎপাদন করার জন্য প্রত্যেকটি দেশকে চমৎকার জলবায়ু প্রদান করেছেন। কৃষি কাজের জন্য যদি আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করার সঠিক ভাবে পরিকল্পনা গ্রহণ করা যেত তাহলে অর্থনীতি শক্তিশালী হত এবং ধরাপৃষ্ঠ থেকে ক্ষুধার অপনয়ন ঘটান যেত।

যে সমস্ত দেশ খনিজ সম্পদ সমৃদ্ধ সেগুলোকে নিজেদের উন্নয়ন এবং ব্যবসার জন্য ন্যায্য মূল্যে উন্মুক্ত ব্যবসা বানিজ্য করারা অনুমতি দেওয়া যেত , এবং একটি দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ থেকে আরেকটি দেশ উপকৃত হত। আর এটাই হত সঠিক পথ, যা আল্লাহর পছন্দসই উপায়।

আর।রাহতা"লা তাঁর রসূলগণকে লোকদের নিকট পাঠান যাতে করে তারা লোকদের আল্লাহর সমীপে নিয়ে আসতে পারে। একইসাথে আল্লাহ বলেন যে, ধর্মের ব্যাপারে লোকদের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে। আমাদের ধর্মমতে পুরস্কার ও শাস্তি মৃত্যুর পর দেওয়া হবে। আল্লাহর স্থাপিত এই ব্যবস্থার অধীন যখন নিষ্ঠুরতা আল্লাহর সৃষ্টিকে পীড়িত করে ও সুবিচার ও ন্যয়-নীতি উপেক্ষিত হয় তখন এই জগতেই প্রকৃতিরই নিয়মের অধীনে এর পরিণাম প্রকাশ পেতে পারে। এইরূপ অন্যায় ও অবিচারের দরুন ভয়াবহ বিরূপ প্রতিক্রিয়া লক্ষ করা যায় এবং এই প্রতিক্রিয়া উচিত না অনুচিত সে সম্পর্কে কোন নিশ্চয়তা দেওয়া যায় না।

পৃথিবীকে জয় করার সঠিক উপায় হল দূর্বলতর জাতিসমূহের প্রাপ্য মর্যাদা দেওয়ার সর্বাত্মক চেষ্টা করা।

এরপর আটের পাতায়

জুমআর খুতবা

সন্তানদের কেবল উৎসর্গ করেই পিতামাতার দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না বরং পূর্বাপেক্ষা দায়িত্ব আরো বেড়ে যায়।

এ কথাও স্মরণ রাখা উচিত যে, সকল শিশু বিশেষ করে ওয়াকফে নও শিশু পিতামাতার কাছে জামাতের আমানত। তাদের তরবিয়ত বা সুশিক্ষা দেওয়া এবং তাদেরকে জামাত ও সমাজের উৎকৃষ্ট অঙ্গে পরিনত করা পিতামাতার গুরুদায়িত্ব।

কোন ওয়াকফে নও ছেলে বা মেয়ের চিন্তাধারা এটি হওয়া উচিত নয় যে, আমি যদি ওয়াকফ করি তবে আমাদের জীবিকার কী হবে? অথবা কোন বাচ্চার মাথায় যদি এ কুমন্ত্রণা জন্মে যে, আমরা পিতামাতার আর্থিক বা বাহ্যিকভাবে সেবা কিভাবে করব?

যে সব ওয়াকফে নও ছেলেমেয়ে বিশেষ করে যারা তাদের পড়াশোনা শেষ করেছে, তারা নিজেরাও যেন তাদের বাহ্যিক, জাগতিক এবং আর্থিক অবস্থার উন্নতির কথা চিন্তা করার পরিবর্তে আধ্যাত্মিকতায় উন্নতির চেষ্টা করে।

ওয়াকফে নওদের জন্য স্বল্পেতুষ্ট হওয়ার মান এবং কুরবানীর মান অনেক উন্নত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

ওয়াকফে নওদের যেখানে ত্যাগের মান উন্নত করা উচিত সেখানে নিজেদের ইবাদতের মানকেও উন্নত করার পাশাপাশি নিজের বিশ্বস্ততার মানও উন্নত করতে হবে। নিজের এবং পিতামাতার অঙ্গিকার রক্ষার জন্য নিজের সকল শক্তি-সামর্থ এবং যোগ্যতাকে ধর্মের জন্য কাজে লাগানোর চেষ্টা করা উচিত, ধর্মের নামকে সমুন্নত করার জন্য চেষ্টা করা উচিত আর তখনই আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় দানে ভূষিত করেন। আল্লাহ্ তা'লা কাউকে প্রতিদান থেকে বঞ্চিত রাখেন না।

নিজেদের জাগতিক বা প্রতিষ্ঠানিক শিক্ষা অর্জনের সময় বিভিন্ন পর্যাযে নিজেই সিদ্ধান্ত না নিয়ে জামাতকে জিজ্ঞেস করুন যে, আমরা কোন পথ অবলম্বন করব? ইতিপূর্বেও আমি বলেছি, পথ অবলম্বনের ক্ষেত্রে ওয়াকফে নও ছেলেরা যেন জামেয়ায় গিয়ে মুরুব্বী ও মুবাল্লিগ হওয়াকে সর্বাগ্রে প্রাধান্য দেয়।

সকল আহমদী যারা চায় যে, তাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পৃক্ত থাকুক, তাদের নিজেদের পরিবারকে আহমদী পরিবার বানানো উচিত। দুনিয়ার কীটদের ঘর বানানো উচিত নয়। নতুবা ভবিষ্যৎ প্রজন্ম বস্তুজগতের পিছনে ছুটে শুধু আহমদীয়াত থেকেই দূরে যাবে না বরং খোদা থেকেও দূরে চলে যাবে এবং নিজেদের ইহকাল এবং পরকাল উভয়কে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিবে।

সমস্ত আহমদীদেরকে বিশেষ করে ওয়াকফে নওদেরকে এবং তাদের পিতামাতাকে গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ প্রদান

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক কানাডার টরেন্টোতে বাইতুল ইসলাম মসজিদে **প্রদত্ত ২৭ শে অক্টোবর, ২০১৬- এর জুমুআর খুতবা (২৭ ইখা, ১৩৯৫ হিজরী শামসী)**

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ۔ اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۔ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ۔ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ۔

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ۔ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ۔

তাশাহ্হুদ, তাউজ, তাসমিয়া ও সূরা ফাতিহা পাঠ করার পর হুযূর (আই.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় জামাতে ছেলে-মেয়েদের ওয়াকফ্ করার প্রবইতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রতিদিনই আমি পিতামাতাদের পক্ষ থেকে পত্র পেয়ে থাকি। কোন কোন দিন সেই চিঠির সংখ্যা ২০-২৫ টি পর্যন্ত হয়ে থাকে যাতে পিতামাতা তাদের গর্ভের সন্তানকে ওয়াকফে নও তাহ্রিকে অন্তর্ভূক্ত করার জন্য আবেদন করে থাকে। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রহ.) যখন এ তাহ্রীকটি করেছিলেন তখন প্রথমে এটি স্থায়ী কোন তাহ্রীক ছিল না পরে এটিকে তিনি স্থায়ী করেছেন। আর প্রতিটি দেশের জামাতে বিশেষ করে মায়েরা এ তাহ্রীকের অধীনে ইতিবাচক সাড়া দিয়েছেন। আজ থেকে বার-তের বছর পূর্বে ওয়াকফীনে নও-এর সংখ্যা ২৮ হাজারের অধিক ছিল আর জামাতের মনোযোগ এ দিকে আকৃষ্ট হওয়ার ফলে এখন এই সংখ্যা প্রায় ৬১ হাজারের মত। যাদের মধ্যে ৩৬ হাজারের অধিক ছেলে এবং বাকিরা মেয়ে। অর্থাৎ কালের প্রবাহে স্বীয় সন্তানকে জন্মের পূর্বে উৎসর্গ করার প্রবনতা উত্তর উত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে কিন্তু সন্তানদের কেবল উৎসর্গ করেই পিতামাতার দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না বরং পূর্বাপেক্ষা দায়িত্ব আরো বেড়ে যায়। নিঃসন্দেহে একজন আহমদী শিশুর তরবিয়ত বা সুশিক্ষার দায়িত্ব পিতামাতার উপর ন্যস্ত আর পিতামাতা সন্তানের মঙ্গল কামনা করেন, তাদের জাগতিক শিক্ষা, তরবিয়ত এবং ধর্মীয় শিক্ষাও দিতে চান যদি পিতামাতার মাঝে ধর্মের প্রতি আকর্ষণ থাকে। কিন্তু এ কথাও স্মরণ রাখা উচিত যে, সকল শিশু বিশেষ করে ওয়াকফে নও শিশু পিতামাতার কাছে জামাতের আমানত। তাদের তরবিয়ত বা সুশিক্ষা দেওয়া এবং তাদেরকে জামাত ও সমাজের উৎকৃষ্ট অঙ্গে পরিনত করা পিতামাতার গুরুদায়িত্ব। কিন্তু ওয়াকফে নও শিশু সন্তানের সুশিক্ষা, তাদের ধর্মীয় ও জাগতিক শিক্ষার প্রতি বিশেষ মনোযোগ নিবদ্ধ করা এবং তাদেরকে উত্তমরূপে প্রস্তুত করে জামাতের হাতে অর্পন করা এ দৃষ্টিকোণ থেকেও দায়িত্ব হিসেবে বর্তায় যে, সন্তানের জন্মের পূর্বেই পিতামাতা যে অঙ্গিকার করে, আমাদের ঘরে ছেলে বা মেয়ে যা-ই জন্ম নিক না কেন আমরা তাকে আল্লাহ্ ও আল্লাহ্র ধর্মের জন্য এবং মহানবী (সা.)-এর নিবেদিত প্রাণ দাসের সেই মিশনের পূর্ণতার জন্য উৎসর্গ করব। এই মিশন হল সত্য প্রচারের পূর্ণতার মিশন, যা ইসলামী শিক্ষাকে পৃথিবীতে প্রচার করবে, যা আল্লাহ্র অধিকার প্রদানের প্রতি জগদ্বাসীর মনোযোগ নিবদ্ধ করার করবে এবং যা পরস্পরের অধিকার প্রদান সংক্রন্ত ইসলামের শিক্ষাকে পৃথিবীর প্রতিটি ব্যক্তি পর্যন্ত পৌঁছানোর দিবে। কাজেই এটি কোন সামান্য দায়িত্ব নয়, যা ওয়াকফে নও সন্তানের পিতামাতা, বিশেষ করে মা তার অনাগত সন্তানের জন্মের পূর্বেই আল্লাহ্ তা'লার সাথে অঙ্গিকারাবদ্ধ হয়ে উপস্থাপন করেন। আর তারা যুগ খলীফাকে লিখে থাকেন, আমরা আমাদের সন্তানকে হযরত মরিয়ম-এর মায়ের মত আল্লাহ্র সাথে এ অঙ্গিকারে আবদ্ধ হয়ে ওয়াকফে নও স্কিমের অধীনে পেশ করছি যে رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (সূরা আলে ইমরান, ৩৬) অর্থাৎ হে আমার প্রভূ -প্রতিপালক! যা কিছু আমার গর্ভে আছে আমি তা তোমার জন্য উৎসর্গ করছি। জানি না কী হবে, ছেলে নাকি মেয়ে? কিন্তু যা-

ই হোক আমার বাসনা ও দোয়া হল, সে যেন একজন ধর্মে র সেবক হয়। ?? তুমি আমার এ বাসনা ও দোয়া কবুল কর এবং তাকে গ্রহণ কর। ? তুমি সর্বশ্রোতা এবং সর্বজ্ঞানী। অতএব, তুমি আমার বিনীত দোয়া কবুল কর। আমি জানি, এ দোয়া আমার হৃদয় থেকে উদ্ভূত ধ্বনি। সন্তানকে ওয়াকফ করার পূর্বেই মায়েদের এ বাসনা থাকে আর সন্তানকে ওয়াকফ করার সময় একজন আহমদী মায়ের ক্ষেত্রে এমনই হওয়া উচিত। আর পিতাও এতে অন্তর্ভূক্ত থাকেন।

অতএব, সেই সব মায়েরা যারা নিজেদের বাচ্চাদেরকে ওয়াকফে নও-এ অন্তর্ভূক্ত করছেন তারা একদিকে যেমন এরূপ দোয়া করেন সেখানে সেই সব দায়িত্বের চেতনাও তাদের মাঝে থাক উচিত যা এই অঙ্গিকার পূর্ণ করা এবং এই দোয়া গৃহীত হওয়ার জন্য পিতামাতার উপর ন্যস্ত হয়। পিতামাতা উভয়ের সিদ্ধান্তের পর সন্তান ওয়াকফে নও-এর অন্তর্ভূক্ত হয়। আল্লাহ্ তা'লা কুরআনে এই দোয়া প্রাচীন যুগের কোন কাহিনী রূপে শোনানোর জন্য সংরক্ষণ করেন নি। বরং এ দোয়া খোদার দৃষ্টিতে এতটা পছন্দনীয় এবং এটিকে এজন্য সংরক্ষণ করেছেন যে, ভবিষ্যত প্রজন্মের মায়েরাও এ দোয়ার প্রেরণায় নিজেদের সন্তানকে ধর্মের স্বার্থে অসাধারণ ত্যাগী হিসেবে প্রস্তুত করবেন। যদিও সকল মুমিন ধর্মকে জাগতিকতার উপর প্রাধান্য দেওয়ার অঙ্গিকার করে থাকেন কিন্তু যারা ওয়াকফ করে তাদেরকে এসব মানদন্ডের চরম মার্গে উপনীত হওয়া উচিত। অতএব,মাতাপিতারা যদি শুরু থেকেই সন্তানদের মাথায় এ কথা গেঁথে দেন যে, তোমরা ওয়াকফ বা জীবন উৎসগকারী আর আমরা তোমাদেরকে শুধুমাত্র ধর্মের সেবার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেছিলাম তাই তোমাদের জীবনের উদ্দেশ্য এটিই হওয়া উচিত এবং একই সাথে তারা যদি দোয়াতে রত থাকেন তবে সন্তানেরা এ চিন্তা-চেতনার সাথে বড় হবে যে, তাদেরকে ধর্ম সেবা করতে হবে। এই চিন্তাধারা নিয়ে বড় হবে না যে, আমরা বড় হয়ে ব্যবসায়ী হব, আমরা খেলোয়াড় হব বা অমুক বিভাগে কাজ করব অথবা অমুক পেশা অবলম্বন করব। বরং তারা জিজ্ঞেস করবে, আমি একজন ওয়াকফে নও, জামাত বা খলীফায়ে ওয়াক্ত আমাকে অবহিত করুন, আমি কোন পথ অবলম্বন করব, বস্তু জগত নিয়ে আমার কোন মাথা ব্যথা নেই। আমার মা আমার জন্মের পূর্বেই যে অঙ্গিকার করেছিলেন এবং যে সব দোয়া তিনি আমার জন্মের পূর্বে করেছিলেন আর এরপর এমন ভাবে আমার তরবিয়ত করেছেন যে, আমি যেন বস্তুজগতের পরিবর্তে ধর্মের অন্বেষণকারী হই। আমি সৌভাগ্যবান কেননা, আমার মায়ের দোয়া আল্লাহ্ তা'লার দরবারে গৃহীত হয়েছে এবং আমার সুশিক্ষার জন্য আমার মা যে প্রচেষ্টা করেছেন সেটিকে আল্লাহ্ তা'লা ফলপ্রদ করেছেন। এখন আমি কোন জাগতিক লোভ, লিপ্সা এবং বাসনার বশবর্তী না হয়ে সম্পূর্ণরূপে ধর্মের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করছি।

১৫ বছর বয়সে নিজেদের ওয়াকফের নবীকরণের সময় ওয়াকফে নওদের প্রথমে এ চিন্তা চেতনার বহিঃপ্রকাশ ঘটানো প্রয়োজন। এ জন্য আমি সংশ্লিষ্ট ব্যবস্থাপনাকে দিকনির্দেশনা দিয়ে রেখেছি, তাদের ১৫ বছর বয়সে আপনারা তাদের কাছ থেকে রীতিমত এই লিখিত অঙ্গীকার নিন যে, 'তারা ওয়াকফ থাকবে এবং ওয়াকফ অব্যহত রাখতে চায়।' পুনরায় ২০ বা ২১ বছর বয়সে যখন তাদের পড়াশোনা শেষ হয়ে যায় তখন যারা জামেয়াতে ভর্তি হয়নি এমন সবার জন্য আবশ্যক তারা যেন পুনারায় এ অঙ্গিকারটি নবীকরণ করে। এরপর কাউকে যদি বলা হয়, কোন বিভাগে প্রশিক্ষণ নাও তবে পুনরায় তাদের লিখিত নিন। এক কথায় প্রতিটি স্তরে ওয়াকফে নওদের উচিত তারা যেন তাদের আন্তরিক বাসনা অনুসারে নিজেদের ওয়াকফ অব্যহত রাখার অঙ্গিকারের নবীকরণ করে।

এ সম্পর্কে ইতিপূর্বেও আমি বেশ কয়েকবার বিস্তারিত বলেছি। কোন ওয়াকফে নও ছেলে বা মেয়ের চিন্তাধারা এটি হওয়া উচিত নয় যে, আমি যদি ওয়াকফ করি তবে আমাদের জীবিকার কী হবে? অথবা কোন বাচ্চার মাথায় যদি এ কুমন্ত্রণা জন্মে যে, আমরা পিতামাতার আর্থিক বা বাহ্যিকভাবে সেবা কিভাবে করব? সম্প্রতি এখানে ওয়াকফে নওদের সাথে আমার ক্লাস ছিল, আর এক ছেলে প্রশ্ন করেছে, আমরা যদি ওয়াকফ করে জামাতের সেবায় পুরো সময় অতিবাহিত করি তবে পিতামাতার আর্থিক বা বাহ্যিক সেবা কিভাবে করতে সক্ষম হব? মাথায় এ প্রশ্নের উদয় হওয়ার অর্থ পিতামাতা শৈশব থেকে তাদের ওয়াকফে নও সন্তানদের হৃদয়ে এ কথা গ্রথিত করেন নি যে, আমরা তোমাকে (আল্লাহ্র পথে) উৎসর্গ করেছি, এখন তুমি আমাদের কাছে শুধু জামাতের আমানত স্বরূপ রয়েছ। তোমাদের অন্যান্য ভাইবোন আমাদের সেবা করবে। তুমি নিজেকে যুগ খলীফার সমীপে সম্পূর্ণরূপে সমর্পন করবে এবং তাঁর নির্দেশ অনুসারে চলবে।

হযরত মরিয়ম-এর মায়ের দোয়াতে, 'মুহাররান'যে শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে তার অর্থ হল, এ সন্তানকে আমি জাগতিক দায়িত্বাবলী থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্তি দিয়েছি। আর আমি দোয়া করি,শতভাগ ধর্মীয় দায়িত্ব পালন করাই যেন তার জীবনের ব্রত হয়।

অতএব, সেই সব মা এবং পিতাকে আমি সর্ব প্রথম বলতে চাই যে, শুধু ওয়াকফে নও নামটাই যথেষ্ট নয়। বরং ওয়াকফ হল একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বের নাম। একজন ওয়াকফে নও-এর যৌবনে উপনীত হওয়া পর্যন্ত প্রথমে পিতামাতার এবং পরে তার নিজের উপর এটি দায়িত্ব বর্তায়। জাগতিক বা প্রতিষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষিত কোন কোন ছেলেমেয়ে বাহ্যত অনেক উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে নিজেকে ওয়াকফ করে কিন্তু পরে যে দৃষ্টান্ত সামনে এসেছে তা হল, জামাতযে ভাতা বা বেতন দেয় তাতে তাদের চলে না তাই তারা ওয়াকফ ছেড়ে চলে যায়। একটি মহৎ উদ্দেশ্য সফল করতে হলে কষ্ট সহ্য এবং ত্যাগ স্বীকার তো করতেই হয়। কাজেই শৈশবেই এইসব ওয়াকফ ছেলেমেয়ের মন-মস্তিষ্কে এ কথা গেঁথে দেওয়া উচিত যে, জীবন উৎসর্গ করার চেয়ে বড় কিছুই আর নেই, 'আমার অমুক সহপাঠী আমার সমপর্যায়ের শিক্ষা অর্জন করে লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জন করছে আর আমি পুরো মাসে তার একদিনের সমপরিমান আয় করতে পারি না।'-জাগতিক দৃষ্টিকোণ থেকে অন্যদের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করে এরূপ চিন্তা করার পরিবর্তে এমন চিন্তা থাকা উচিত, আল্লাহ্ আমাকে যে মর্যাদা দান করেছেন তা জাগতিক অর্থবিত্তের তুলনায় অনেক উচ্চ মার্গের। মহানবী (সা.)-এর এ উক্তিকে সামনে রাখুন যে, জাগতিক সহায়-সম্পত্তির দৃষ্টিকোণ থেকে তোমার চেয়ে অস্বচ্ছল ব্যক্তির প্রতি দৃষ্টি দাও আর আধ্যত্মিক দৃষ্টিকোণ থেকে তোমার চেয়ে উচ্চ মার্গের ব্যক্তিকে দেখ, যেন জাগতিক প্রতিযোগিতায় অগ্রসর হওয়ার পরিবর্তে আধ্যত্মিক প্রতিযোগিতায় অগ্রগামী হওয়ার চেষ্টা কর।

(বুখারী, কিতাবুর রিফাক)

অতএব, যে সব ওয়াকফে নও ছেলেমেয়ে বিশেষ করে যারা তাদের পড়াশোনা শেষ করেছে, তারা নিজেরাও যেন তাদের বাহ্যিক, জাগতিক এবং আর্থিক অবস্থার উন্নতির কথা চিন্তা করার পরিবর্তে আধ্যাত্মিকতায় উন্নতির চেষ্টা করে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) তো সকল আহমদীর কাছে এ প্রত্যাশাই রাখেন যে, তার মান যেন অতীব উচ্চ হয়। অতএব, সেই ব্যক্তিকে এই সব মানে উপনীত হওয়ার জন্য কতটা চেষ্টা করা উচিত যাকে তার পিতামাতা তার জন্মের পূর্বেই ধর্মের জন্য উৎসর্গ করেছেন আর তার জন্য দোয়াও করেছেন!

হযরত আকদাস মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, আমার জামাতকে ওসীয়্যত করা এবং তাদের কাছে এ কথা পৌঁছে দেওয়াকে আমি আমার দায়িত্ব মনে করি যাদে তারা নাজাত পায়। ভবিষ্যতে এটি শোনা বা না শোনার ক্ষেত্রে তারা সবাই স্বাধীন। যদি তারা পবিত্র ও চিরস্থায়ী জীবনের সন্ধানী হয়ে থাকে তবে যেন সে আল্লাহ্ তা'লার উদ্দেশ্যে নিজের জীবন উৎসর্গ করে। আর সবাই যেন এ মর্যাদা অর্জনের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা এবং চিন্তা করে, যেন সে বলতে পারে, আমার জীবন, আমার মৃত্যু, আমার কুরবানী এবং আমার নামায এ সবই শুধু আল্লাহ্ তা'লার জন্য। আর হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর মত তার আত্মা যেন উদাত্ত ঘোষণা দিয়ে বলে উঠে, اَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ (আল-বাকারা: ১৩২) অর্থাৎ আমি তো আমরা প্রভূ-প্রতিপালক আল্লাহ্র দরবারে আত্মসমর্পন করে ফেলেছি। হুযূর (আ.) বলেন, "যতক্ষণ না মানুষ খোদার সত্তায় আত্মবিলীন হবে এবং খোদার জন্য মৃত্যু বরণ করবে সে সেই জীবন লাভ করতে পারে না। অতএব, তোমরা যারা আমার সাথে সম্পর্ক রাখ তারা প্রতিনিয়তই দেখছ, খোদার জন্য জীবন উৎসর্গ করাকে আমি আমার জীবনের মূল এবং প্রকৃত উদ্দেশ্য মনে করি।" এটিই হল ভিত্তি আর এটিই হল উদ্দেশ্য। " অতঃপর তোমরা নিজেদের খতিয়ে দেখ যে, তোমাদের মাঝে এমন কয়জন আছে যারা আমার একাজকে নিজেদের জন্য পছন্দ করে আর খোদার সন্তুষ্টির জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করাকে পছন্দ করে।"

(মালফুযাত, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-১০০)

অতএব, ওয়কফে নওদের উচিত এ মর্যদা অর্জনের ক্ষেত্রে সাধারণ আহমদীদের তুলনায় অধিক চেষ্টা করা। অন্যরাও ধর্মের উদ্দেশ্যে জীবন উৎসর্গ করে। আর সবার জন্য জীবন উৎসর্গ করাও সম্ভব নয়। আল্লাহ্ তা'লা এটিও বলেছেন যে, তোমাদের মধ্যে একটি দল এমন হওয়া উচিত যারা ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন করে ফিরে যাবে এবং স্ব জাতিকে অবহিত করবে। মানুষ

জাগতিক কাজকর্মেও লিপ্ত থাকে কিন্তু হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন, বস্তুজগতের কাজ করার সময়ও খোদাভীতি এবং ধর্ম প্রাধান্য পাওয়া উচিত।

(মালফুযাত, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৯২ থেকে সংকলিত)

ওয়াকফে নওদের জন্য স্বল্পেতুষ্ট হওয়ার মান এবং কুরবানীর মান অনেক উন্নত হওয়া বাঞ্ছনীয়। এটি ভাবা উচিত নয় যে, আর্থিক দৃষ্টিকোণ থেকে দুর্বল হলে আমাদের ভাইবোনেরা আমাদের তুচ্ছ জ্ঞান করবে বা পিতামাতা আমাদের প্রতি সেভাবে মনোযোগ দিবেন না যেভাবে অন্যদের প্রতি দেন। প্রথমতঃ পিতামাতার মনে কখনোই এমন ধারণার উদ্রেক হওয়া উচিত না যে, ওয়াকফে জিন্দেগীর মান নিম্ন। বরং তাদের দৃষ্টিতে ওয়াকফে জিন্দেগীর মান ও মর্যাদা তাদের তুলনায় অনেক উর্ধ্বে থাকা উচিত। কিন্তু যারা জীবন উৎসর্গ করে তাদের উচিত নিজেদেরকে সর্বদা পৃথিবীর সবচেয়ে বিনয়ী বা তুচ্ছ মানুষ জ্ঞান করা। ওয়াকফে নওদের যেখানে ত্যাগের মান উন্নত করা উচিত সেখানে নিজেদের ইবাদতের মানকেও উন্নত করার পাশাপাশি নিজের বিশ্বস্ততার মানও উন্নত করতে হবে। নিজের এবং পিতামাতার অঙ্গিকার রক্ষার জন্য নিজের সকল শক্তি-সামর্থ এবং যোগ্যতাকে ধর্মের জন্য কাজে লাগানোর চেষ্টা করা উচিত, ধর্মের নামকে সমুন্নত করার জন্য চেষ্টা করা উচিত আর তখনই আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় দানে ভূষিত করেন। আল্লাহ্ তা'লা কাউকে প্রতিদান থেকে বঞ্চিত রাখেন না।

একবার হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) অঙ্গিকার পূর্ণ করার ক্ষেত্রে বিশ্বস্ততা রক্ষা করার বিষয়ে নসিহত করতে গিয়ে বলেন- "আল্লাহ্ তা'লা কুরআন শরীফে এ কারণেই হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর প্রশংসা করেছেন। যেমন তিনি বলেন, وَاِبْرٰهِيْمَ الَّذِيْ وَفّٰٓى অর্থাৎ তিনি যে অঙ্গিকার করেছেন তা রক্ষা করেছেন। (সূরা আন্ নাজম, ৩৮) "

(মালফুযাত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৩৪)

অতএব, অঙ্গিকার পূর্ণ করা সামান্য কোন বিষয় নয়। ওয়াকফে জিন্দেগীর অঙ্গিকার সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর বেদনাবিধুর কথা আমরা শুনেছি, কত মহান অঙ্গিকার এটি। সকল ওয়াকফে নও ছেলে এবং মেয়ে যদি নিজেদের এ অঙ্গিকার বিশ্বস্ততার সাথে পূর্ণ করে তবে আমরা পৃথিবীতে একটি বিপ্লব সাধন করতে পারি। কতক যুবক-যুবতী দম্পতি আমার কাছে আসে এবং বলে, আমি ওয়াকফে নও, আমার স্ত্রী ওয়াকফে নও এবং আমার সন্তানও ওয়াকফে নও। অথবা মা বলে, আমি ওয়াকফে নও, পিতা বলে, আমি ওয়াকফে নও আর আমাদের সন্তানও ওয়াকফে নও। এটি নিঃসন্দেহে একটি প্রশংসনীয় কথা কিন্তু জামাত এর সত্যিকার উপকার তখনই সাধিত হবে যখন বিশ্বস্ততার সাথে নিজের ওয়াকফের অঙ্গিকার রক্ষা করবে।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর প্রেক্ষাপটে বিশ্বস্ততার বিষয়টিকে অন্যত্র এক স্থানে আরো সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করেছেন এবং এভাবে ব্যাখ্যা করেছেন যে, খোদার নৈকট্য অর্জনের পথ হল, খোদার জন্য যেন নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততা প্রদর্শন করা।" সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা এবং আল্লাহ্ তা'লার সাথে তোমাদের সম্পর্ক যেন সত্যনিষ্ঠ হয়। হযরত ইব্রাহীম (আ.) খোদা তা'লার যে নৈকট্য অর্জন করেছেন এর কারণও এটিই ছিল। যেমন তিনি বলেন, وَاِبْرٰهِيْمَ الَّذِيْ وَفّٰٓى অর্থাৎ ইনি-ই হলেন সেই ইব্রাহীম যিনি বিশ্বস্ততা প্রদর্শন করেছেন। আল্লাহ্র সাথে বিশ্বস্ততা, নিষ্ঠা এবং আন্তরিকতা প্রদর্শন এক মৃত্যু দাবি রাখে। যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ এ বস্তুজগত আর এর সমস্ত ভোগবিলাস ও মাহত্ম্যকে পদদলিত করার জন্য প্রস্তুত না হয় এবং সকল প্রকার লাঞ্ছনা, গঞ্জনা এবং দুঃখ-কষ্ট খোদার খাতির সহ্য করতে প্রস্তুত না হয়, এ বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি হতে পারে না। প্রতিমা পূজা কেবল কোন বৃক্ষ বা পাথরকে পূজা করাকে বলে না বরং প্রতিটি এমন বস্তু যা খোদার নৈকট্যের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করে আর তার উপর প্রাধান্য পায়। সেটিই হল প্রতিমা আর মানুষ তার নিজের ভিতর এত মূর্তী রাখে যে, সে বুঝতেই পারে না যে সে মূর্তি পূজা করছে।" আজকের যুগে কোথাও নাটক, কোথাও ইন্টারনেট, কোথাও জাগতিক আয়-উপার্জন প্রতিমার ভূমিকা পালন করছে, কোথাও অন্য কামনা-বাসনা মূর্তি এবং প্রতিমা সেজেছে। তিনি বলন, মানুষ জানেই না যে সে প্রতিমা পূজায় লিপ্ত কিন্তু আসলে সে ভিতরে ভিতরে প্রতিমা পূজা করছে। তিনি বলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি আন্তরিকভাবে খোদার না হবে আর তাঁর পথে সকল সমস্যা মাথা পেতে নেওয়ার জন্য প্রস্তুত না হবে ততক্ষণ সেই নিষ্ঠা এবং আন্তরিকতার বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি হওয়া কঠিন। তিনি বলেন, ইব্রাহীম (আ.) যে উপাধি লাভ করেছেন এটি কি এত সহজেই লাভ হয়েছে? না মোটেই না। وَاِبْرٰهِيْمَ الَّذِيْ وَفّٰٓى ধ্বনি তখন এসেছে যখন তিনি সন্তানকে উৎসর্গ করার জন্য প্রস্তুত ছিলেন। আল্লাহ্ তা'লা সৎকর্ম চান এবং সৎকর্মে তিনি সন্তুষ্ট হন আর দুঃখ বরণের মাধ্যমেই সৎকর্ম করার তৌফিক লাভ হয়। অর্থাৎ মানুষকে সৎকর্মের জন্য, আল্লাহ্কে সন্তুষ্ট করে এমন কাজের জন্য ত্যাগ স্বীকার করতে হয়, নিজেকে কষ্টের মুখে ঠেলে দিতে হয়। তিনি বলেন, মানুষ সব সময় দুঃখে নিমজ্জিত থাকে না। সৎকর্ম সম্পাদনের জন্য দুঃখ স্বীকার করতে হয়ে এতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু সবসময় মানুষ দুঃখে নিমজ্জিত থাকে না। তিনি বলেন, কিন্তু মানুষ যখন খোদার জন্য দুঃখ বরণে প্রস্তুত হয়ে যায় তখন আল্লাহ্ তা'লা তাকে দুঃখের মধ্যে নিক্ষেপ করেন না। .....ইব্রাহীম (আ.) যখন আল্লাহ্ তা'লার আদেশ পালনের জন্য স্বীয় পুত্রকে উৎসর্গ করার ইচ্ছা ব্যক্ত করেন এবং পূর্ণরূপে প্রস্তুত হয়ে যান তখন খোদা তা'লা তার সন্তানকে রক্ষা করেন। ছেলের জীবনও রক্ষা পায় আর পিতার ছেলেকে কুরবানী করার ফলে যে কষ্ট হত সেই কষ্ট থেকেও তিনি রক্ষা পেয়েছেন। তিনি বলেন, ইবরাহীম (আ.) আগুনে নিক্ষিপ্ত হয়েছেন। কিন্তু তাঁর উপর আগুনের কোন প্রভাবই পড়ে নি। তিনি বলেন, মানুষ যদি আল্লাহ্তা'লার পথে কষ্ট সহ্য করতে প্রস্তুত হয়ে যায় তবে আল্লাহ্ তা'লা তাকে দুঃখ কষ্ট থেকে রক্ষা করেন।"

(মালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৪২৯-৪৩০)

অতএব, এটিই হল খোদার কৃপাভাজন হওয়ার মানদন্ড যা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাদের সামনে উপস্থাপন করেছেন। আর আমাদের কাছে এটি অর্জনের প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছেন। এই মানে উপনীত হওয়ার জন্য শুধু সকল ওয়াকফে নও-ই চেষ্টা করবে না বরং সকল ওয়াকফে জিন্দেগীকেও এ কথা স্মরণ রাখতে হবে যে, কুরবানীর মান উন্নত না হওয়া পর্যন্ত আমাদের জীবন উৎসর্গ করার দাবি অন্তঃসার শূন্য প্রমাণিত হবে।

কোন কোন মা বলেন থাকেন, আমরা কানাডায় স্থানান্তরিত হয়েছি, আমাদের ছেলে পাকিস্তানে জামাতের মুরুব্বী বা ওয়াকফে জিন্দেগী, তাকেও এখানে ডেকে পাঠান এবং এখানেই তাকে দায়িত্বে নিয়োজিত করে দিন যেন তারা আমাদের কাছে আসতে পারে। জীবন উৎসর্গ করার পর এটি আবার কোন ধরণের দাবি এবং কোন ধরণের আকাঙ্খা? কামনা-বাসনার তো সমাপ্তি ঘটেছে। আমি যেভাবে বলেছি, ওয়াকফে নও-এ অন্তর্ভুক্ত করার প্রবণতা উত্তর উত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে, এটি খুব ভালো কথা। এই প্রবণতাকে আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির জন্য একনিষ্ঠভাবে এগিয়ে নিয়ে চলুন। অবস্থার পরিবর্তনের সাথে সাথে নিজেদের অঙ্গীকারের ক্ষেত্রে দুর্বলতা যেন না দেখান।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন, দুঃখ ছাড়া, কষ্ট সহ্য করা ছাড়া কুরবানী হয় না। অবস্থার পরিবর্তন ঘটলে তা সহ্য করতে হবে, বিশেষ করে যারা নিজেদেরকে ওয়াকফ করেছে অথবা যাদের পিতামাতা নিজ সন্তানকে ওয়াকফ করেছেন এবং পরে তারা নিজেরাও এই মর্মে নবীকরণ করেছে যে আমরা আমাদের ওয়াকফের অঙ্গীকারে অটল থাকব। যেভাবে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন, মানুষ যখন খোদার জন্য সকল প্রকার ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত হয়ে যায় তখন খোদা তা'লা স্বীয় দানে ভূষিত করেন, তাদেরকে তিনি শূন্য হাতে রাখেন না, অশেষ ও অঢেল দানে ভূষিত করেন। খোদা তা'লা সকল ওয়াকফে নও এবং তাদের পিতামাতকে ওয়াকফের প্রকৃত মর্ম অনুধাবন করে নিজেদের অঙ্গীকার রক্ষা করার তৌফিক দিন এবং তারা যেন নিজেদের বিশ্বস্ততার মানকেও উচ্চ থেকে উচ্চতর করতে পারেন।

সংক্ষেপে কিছু ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিষয় এবং জীবন উৎসর্গ কারীদের কর্মপন্থার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। কিছু কিছু লোক প্র শ্ন তোলে যে, কোন কোন ওয়াকফে নও-এর মাথায় এ ভ্রান্ত ধারণা রয়েছে যে, তাদের আলাদা একটি বিশেষ মর্যাদা ও পরিচিতি রয়েছে। অবশ্যই তাদের একটি পৃথক পরিচিতি আছে কিন্তু এই মর্যাদার কারণে তাদের সাথে সতন্ত্র কোন আচরণ করা হবে না বরং এই মর্যাদা ও পরিচিতির কারণে তাদের ত্যাগের মান উন্নত করতে হবে। কোন কোন ব্যক্তি তাদের ওয়াকফে নও সন্তানের মাথায় এ কথা ঢুকিয়ে দেয় যে, তোমরা বিশেষ সন্তান। এর ফলে বড় হয়েও তাদের মাথায় এ ধারণাই বদ্ধমূল থাকে যে, আমরা স্পেশাল। এখানেও এ ধরণের কথা আমার কর্ণ গোচর হয়েছে। এমন চিন্তাধারা ওয়াকফের চেতনা ও মর্মকে খাটো করে আর ওয়াকফ উপাধিকেই তারা জীবনের মূল উদ্দেশ্য মনে করে অর্থাৎ আমরা মর্যাদার অধিকারী।

কারো কারো মাথায় এ ধারণা বদ্ধমূল হয়েছে যে, আমরা যেহেতু ওয়াকফে নও তাই মেয়ে হলে নাসেরাত ও লাজনা এবং ছেলে হলে আতফাল ও খোদ্দামের অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার প্রয়োজন নেই। আমাদের সংগঠন পৃথক ও স্বতন্ত্র একটি সংগঠন। এ ধারণা যদি কারও মাথায় থাকে তবে তা

সম্পূর্ণরূপে ভ্রান্ত ধারণা। জামাতের কর্মকর্তা, এমনকি আমীরও বয়সের নিরীখে সংশ্লিষ্ট অঙ্গসংগঠনের সদস্য হয়ে থাকেন।

তাই সকল ওয়াকফে নও ছেলে এবং মেয়ের স্মরণ রাখা উচিত, তারা তাদের বয়সের নিরীখে স্ব স্ব সংগঠনের সদস্য এবং তাদের অনুষ্ঠানমালায় অংশ নেওয়া তাদের জন্য আবশ্যক। যারা অংশ নেয় না তাদের সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সংগঠনের প্রেসিডেন্টের রিপোর্ট করা উচিত। সেই ওয়াকফে নও-এর যদি সংশোধন না হয় তবে এমন সব বাচ্চা বা ছেলে অথবা যুবককে ওয়াকফে নও-এর স্কীম থেকে বহিষ্কার করা হবে। হ্যাঁ যদি কোন জামাতী অনুষ্ঠান থাকে, ওয়াকফে নও বা অংগ সংগঠনের অনুষ্ঠান থাকে, তবে পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে এমন সময় নির্ধারণ করা যেতে পারে যখন অংগসংগঠনগুলো তাদের অনুষ্ঠান করবে এবং ওয়াকফে নও তাদের অনুষ্ঠান করবে। এক্ষেত্রে যেন কোন সংঘাত না হয়। তাই এ বিষয়টি বিশেষভাবে দৃষ্টিতে রাখতে হবে।

যেভাবে আমি বলেছি, ওয়াকফে নও অবশ্যই বিশেষ মর্যাদার অধিকারী। কিন্তু বিশেষ মর্যাদার অধিকারী হওয়ার জন্য তাদের নিজেদেরকে প্রমাণ করতে হবে। প্রমাণ করতে হবে যে, খোদার সাথে সম্পর্ক গড়ার ক্ষেত্রে তারা অন্যদের তুলনায় অগ্রগামী। আর তখনই তারা বিশেষত্বের অধিকারী বলে আখ্যায়িত হবে। তাদের মাঝে খোদাভীতি যদি অন্যদের চেয়ে বেশি হয় তবেই তারা স্পেশাল আখ্যায়িত হবে। তাদের ইবাদতের মান যদি অন্যদের তুলনায় অনেক উন্নত হয় তবেই তারা স্পেশাল বা বিশেষ গণ্য হবে। তারা ফরযের পাশাপাশি নফলও যদি আদায় করে তবেই তারা স্পেশাল আখ্যায়িত হবে। তাদের সার্বিক চরিত্রের মান অত্যন্ত উন্নত মানের হওয়া চাই এটি স্পেশাল হওয়ার একটি লক্ষণ, তাদের কথাবার্তা ও আচার আচরণ অন্যদের থেকে পৃথক হওয়া উচিত। যাতে স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে, তারা বিশেষভাবে তরবিয়ত প্রাপ্ত এবং ধর্মকে সর্বাবস্থায় জাগতিকতার উপর প্রাধান্য দানকারী মানুষ তবেই তারা স্পেশাল হবে। মেয়ে হলে তাদের পোষাক-পরিচ্ছদ এবং পর্দা সঠিক ইসলামী শিক্ষার আদলে হওয়া উচিত যা দেখে অন্যরাও ঈর্ষান্বিত হয় এবং এ কথা বলতে বাধ্য হয় যে, সত্যিই এ সমাজে বসবাস করা সত্ত্বেও তাদের পোষাক এবং পর্দা অসাধারণ এক নমুনা। ছেলেদের ক্ষেত্রে, যখন তারা নিজেদের দৃষ্টি লজ্জাবনত রাখবে এবং এদিক সেদিক অনর্থক ও বাজে কাজের প্রতি দৃষ্টি দিবে না, তখন তারা স্পেশাল হবে। ইন্টারনেট এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে বৃথা ও বাজে জিনিস দেখার পরিবর্তে সেই সময় ধর্মীয় জ্ঞান অর্জনে ব্যয় করলে তখন স্পেশাল গণ্য হবে। ছেলেদের অঙ্গভঙ্গি যদি অন্যদের চেয়ে স্বতন্ত্র বলে প্রমাণ হয় তবে তারা স্পেশাল বলে গণ্য হবে। প্রতিদিন যদি কুরআনের তিলাওয়াত করে এবং এর বিধি-নিষেধের প্রতি অনুধাবন করে সেই অনুযায়ী অনুশীলন করে তবে এমন ওয়াকফে নও ছেলেমেয়েরা স্পেশাল আখ্যায়িত হতে পারে। অঙ্গ সংগঠন এবং জামাতী অনুষ্ঠানে যদি অন্যদের চেয়ে অধিকহারে এবং নিয়মিত অংশগ্রহণ করে তবে তারা স্পেশাল। পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার এবং তাদের জন্য দোয়ার ক্ষেত্রে অন্য ভাইবোনের চেয়ে যদি অধিক মনোযোগী থাকে তবে এটি তাদের বিশেষত্ব। বিয়ের সময় ছেলে এবং মেয়ে উভয়েই যদি জগতিকতার পরিবর্তে ধর্মকে প্রাধান্য দান করে আর পারস্পারিক সম্পর্কও অটুট ও অক্ষুন্ন রেখে বলতে পারে যে, আমরা নিষ্ঠার সাথে ধর্মীয় শিক্ষার অনুসরণ করে আমাদের সম্পর্ক অটুট এবং অক্ষুন্ন রাখার চেষ্টা করি তবে তারা স্পেশাল আখ্যায়িত হবে। তাদের মাঝে যদি ধৈর্য্য ও সহনশীলতার বৈশিষ্ট্য অন্যদের তুলনায় বেশি থাকে, ঝগড়া-বিবাদ এবং ফিৎনা- ফাসাদকে এড়িয়ে চলে, বরং মিমাংসাকারী হয় তবে তারা স্পেশাল। তবলীগের ময়দানে সর্বাগ্রে থেকে যদি এ দায়িত্ব পালন করে তবে তারা স্পেশাল হবে। খিলাফতের আনুগত্য এবং তাঁর সিদ্ধান্ত শিরোধার্য করার ক্ষেত্রে যদি প্রথম সারিতে থাকে তবে তারা স্পেশাল। অন্যদের তুলনায় যদি বেশি পরিশ্রমী এবং ত্যাগী হয়ে থাকে তবে অবশ্যই তারা স্পেশাল। বিনয়ী এবং নিঃস্বার্থ হওয়ার ক্ষেত্রে যদি সবচেয়ে অগ্রগামী থাকে, অহংকারের প্রতি ঘৃণা ও এর বিরুদ্ধে জিহাদ করে তবে তারা ভীষণভাবে স্পেশাল। এম.টি.এ-তে যদি আমার প্রত্যেকটিট খুতবা শোনে এবং দিক-নির্দেশনা লাভের জন্য আমার প্রতিটি অনুষ্ঠান দেখে তবে অবশ্যই তারা স্পেশাল হবে।

উপরোক্ত বিষয়গুলি এবং সেই সমস্ত বিষয় যা আল্লাহ্ তা'লার দৃষ্টিতে পছন্দনীয় তার সবই যদি সম্পাদন করে, আর সেই সব বিষয় যা আল্লাহ্ তা'লার দৃষ্টিতে ঘৃণ্য সেগুলো থেকে বিরত থাকে তবে তারা শুধু স্পেশাল নন বরং ভীষণভাবে স্পেশাল। অন্যথায় আপনাদের এবং অন্যদের মাঝে কোন পার্থক্য নেই। পিতামাতাকেও এ কথাগুলো স্মরণ রাখা উচিত এবং এরই আলোকে নিজেদের সন্তানের তরবিয়ত করা উচিত। কেননা যদি এসব বৈশিষ্ট্য থাকে তবে আল্লাহ্ তা'লা আপনাকে বর্তমান পৃথিবীতে বিপ্লব আনয়নের মাধ্যম হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। আর যদি এরূপ না হয় এবং এ কারণে বিশ্ববাসী আপনাকে অনুসরণ না করে তবে স্পেশাল তো দূরের কথা, নিজ অঙ্গিকার ভঙ্গ করায় এবং বিশ্বস্ততার উদ্দীষ্ট লক্ষ্যে উপনীত না হওয়ার ফলে আল্ল াহ্ তা'লার অনাস্থাভাজন ও অঙ্গীকার ভঙ্গকারী হিসেবে সাব্যস্ত হবে।

অতএব, তরবিয়তের বয়স অতিবাহিত করার সময় এ দায়িত্ব পিতামাতার ওপর বর্তায় যে, তারা যেন তাদের সন্তানকে এই দৃষ্টিকোণ থেকে স্পেশাল বানান। আর বড় হয়ে এসব ওয়াকফে নও নিজেরাই যেন স্পেশাল হওয়ার এই মার্গে উপনীত হয়।

যেভাবে আমি বলেছি, নিজেদের জাগতিক বা প্রতিষ্ঠানিক শিক্ষা অর্জনের সময় বিভিন্ন পর্যায়ে নিজেই সিদ্ধান্ত না নিয়ে জামাতকে জিজ্ঞেস করুন যে, আমরা কোন পথ অবলম্বন করব? ইতিপূর্বেও আমি বলেছি, পথ অবলম্বনের ক্ষেত্রে ওয়াকফে নও ছেলেরা যেন জামেয়ায় গিয়ে মুরুব্বী ও মুবাল্লিগ হওয়াকে সর্বাগ্রে প্রাধান্য দেয়। এখন এর ভীষণ প্রয়োজন। আল্লাহ্ তা'লার ফযলে জামাত পৃথিবীতে বিস্তার লাভ করছে। শুধু সেই সব দেশেই নতুন জামাত প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে না যেখানে জামাত দীর্ঘকাল থেকে প্রতিষ্ঠিত, বরং খোদা তা'লা জামাতকে নতুন নতুন দেশ দান করছেন এবং সেখানে জামাত প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। পৃথিবীর প্রতিটি দেশে আমাদের অগণিত মুরুব্বী ও মুবাল্লিগের প্রয়োজন। এরপর আমাদের হাসপাতালের জন্য ডাক্তারের প্রয়োজন, পাকিস্তানের রাবওয়াতে বিভিন্ন বিভাগের বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের প্রয়োজন। কাদিয়ানের হাসপাতালে ডাক্তার প্রয়োজন। এখান থেকে যেতে না পারলেও সারা পৃথিবীর আহমদীরা আমার খুতবা শুনছে, স্ব স্ব দেশের ওয়াকফে নওরা যেন এদিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের প্রয়োজন। বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের ক্ষেত্রে আমাদের অনেক বড় শূন্যতা রয়েছে। আফ্রিকাতে ডাক্তার প্রয়োজন। সব বিভাগেরই ডাক্তারের প্রয়োজন। গুয়েতামালায় বড় হাসপাতাল নির্মিত হচ্ছে, সেখানে কানাডা থেকেও যেতে পারে। এখানে ডাক্তারের প্রয়োজন আছে। এই চাহিদা ভবিষ্যতে আরো বৃদ্ধি পাবে। ইন্দোনেশিয়ায় প্রয়োজন রয়েছে। জামাতের প্রসার এবং বিস্তারের সাথে সাথে এই চাহিদা বৃদ্ধি পেতে থাকবে, তাই স্পেশালাইজ করে, এসব দেশ থেকে উচ্চ শিক্ষা অর্জন করে এবং অভিজ্ঞতা লাভের পর যে সব ওয়াকফে নও ছেলেমেয়ে ডাক্তারী পড়ছে তাদের এগিয়ে আসতে হবে। আর যেসব দেশে যাওয়ার সুবিধা রয়েছে সেখানে যাওয়া উচিত। সেবার উদ্দেশ্যে নিজেকে পেশ করলে জামাত তাকে পাঠিয়ে দিবে। অনুরূপভাবে বিভিন্ন স্কুলের জন্য শিক্ষক প্রয়োজন। ডাক্তার এবং শিক্ষক হিসেবে ছেলে মেয়ে উভয়ই কাজ করতে পারে। কাজেই এদিকে মনোযোগ নিবদ্ধ করুন। কিছু সংখ্যক স্থপতি ও প্রকৌশলীর প্রয়োজন রয়েছে যারা নির্মাণের ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ হবে। বিভিন্ন মসজিদ, মিশন হাউজ, স্কুল, হাসপাতালের নির্মাণ কাজের সঠিক তত্ত্বাবধান এবং পরিকল্পনা করে তারা জামাতের অর্থ সাশ্রয় করতে পারেন। স্বল্প ব্যয়ে উত্তম সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি করতে পারেন। প্যারা মেডিক্যাল স্টাফদের সামনে আসতে হবে। এই কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ রয়েছে যেগুলি জামাতের আপাতত প্রয়োজন রয়েছে। ভবিষ্যতে আমাদের প্রয়োজন অবস্থা অনুসারে পরিবর্তিত হতে থাকবে।

কতক ওয়াকেফীনে নও এর কোন কোন বিষয়ের দিকে ব্যক্তিগত রুচি ও আগ্রহ থেকে থাকে, ব্যক্তিগত ঝোঁক থাকে। আমাকে যখন জিজ্ঞেস করে তাদের ঝোঁক দেখে আমি তাদেরকে সেই সব বিষয়ে পড়ার অনুমতিও দিয়ে দিই। কিন্তু এখানে আমি ছাত্র ছাত্রীদের এটিও বলবো যে, বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার গবেষণায়ও তাদের যাওয়া উচিত। এতে মোটের ওপর ওয়াকেফীনে নও এবং অন্যান্য সাধারণ ছাত্রও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় গবেষনার ময়দানে আমাদের সর্বোত্তম বিজ্ঞানী যদি সামনে আসে তাহলে যেখানে ভবিষ্যতে ধর্মীয় জ্ঞানের শিক্ষাদাতা আহমদী হবে এবং পৃথিবী ধর্মীয় শিক্ষার জন্য আপনাদের মুখাপেক্ষী হবে সেখানে জাগতিক জ্ঞানের শিক্ষকও আহমদী মুসলমান হবে। পৃথিবী আপনাদের মুখাপেক্ষী হবে। এমন পরিস্থিতিতে ওয়াকেফীনে নওরা নিঃসন্দেহে জাগতিক কাজ করবে, কিন্তু এসব জ্ঞান এবং কাজের মাধ্যমে খোদার একত্ববাদ প্রমাণ করা এবং তাঁর ধর্মের প্রসার করাই তাদের উদ্দেশ্য হবে।

অনুরূপভাবে অন্যান্য বিভাগে ওয়াকেফীনে নও যেতে পারেন, কিন্তু মূল উদ্দেশ্য যা সবার জানা উচিত তাহলো, আমি ওয়াকফে জিন্দেগী, যে কোন সময় জাগতিক কার্যকলাপ ছেড়ে দিয়ে ধর্মের কাজের

জন্য যদি আমাকে আত্মনিয়োগ করতে বলা হয় তাহলে কোন অজুহাত না দেখিয়ে কোন যুক্তি খাড়া না করে আমি চলে আসব।

আরেকটি কথা সকল ওয়াকফে নও -এর স্মরণ রাখা উচিত। তাদেরকে জাগতিক আয় উপার্জনের অনেক সময় অনুমতি দেওয়া হয় কিন্তু এই জাগতিক আয় উপার্জন বা কার্য কলাপ তাদের খোদার ইবাদত এবং ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন এবং ধর্মের সেবা থেকে যেন দূরে ঠেলে না দেয় বরং এর উন্নত মান অর্জনের চেষ্টা তাদের দৃষ্টিতে প্রাধান্য পাওয়া উচিত। কুরআনের তফসীর, মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বই-পুস্তক পাঠ করা সকল ওয়াকফে নও- এর জন্য আবশ্যক। ওয়াকফে নও বিভাগ ২১ বছর বয়স সীমা পর্যন্ত সিলেবাস বা পাঠ্যক্রম প্রস্তুত করেছে যা উপলব্ধ রয়েছে। এরপর স্বয়ং নিজেদের ধর্মীয় জ্ঞান বৃদ্ধি করুন, এটি আবশ্যক।

পিতামাতাকেও আমি এটি বলতে চাই যে, তারা মৌখিকভাবে যতই নিজেদের সন্তানদের তরবিয়ত করুন না কেন ততক্ষণ পর্যন্ত এর কোন সুফল সামনে আসবে না যতক্ষণ কথাকে কর্মের অনুরূপ না করবেন। পিতামাতার নামাযের অবস্থা অনুকরনীয় হতে হবে। কুরআন তিলাওয়াতের জন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হবে। উন্নত চরিত্রের নিদর্শন হতে হবে। ধর্মীয় জ্ঞান অর্জনের প্রতি তাদের নিজেদেরকেও মনোযোগ নিবদ্ধ করতে হবে। মিথ্যার প্রতি ঘৃণার উন্নত দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হবে। যদি কারো কোন ওহদাদারের পক্ষ থেকে কোন কষ্ট হয় তাহলে নিযাম বা ওহদাদারের বিরুদ্ধে কিছু বলা থেকে বিরত থাকতে হবে। এমটিএ তে অন্তত পক্ষে আমার খুতবা রীতিমত শুনতে হবে বা শুনা উচিত। এই কথা গুলো শুধু ওয়াকেফীনে নও এর পিতামাতাদের জন্য নয় বরং সকল আহমদী যারা চায় যে, তাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পৃক্ত থাকুক, তাদের নিজেদের পরিবারকে আহমদী পরিবার বানানো উচিত। দুনিয়ার কীটদের ঘর বানানো উচিত নয়। নতুবা ভবিষ্যৎ প্রজন্ম বস্তুজগতের পিছনে ছুটে শুধু আহমদীয়াত থেকেই দূরে যাবে না বরং খোদা থেকেও দূরে চলে যাবে এবং নিজেদের ইহকাল এবং পরকাল উভয়কে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিবে।

খোদা করুক যেন, সকল ওয়াকেফীনে নও সন্তান সন্ততি নিজেরাও খোদার সন্তুষ্টি অর্জনকারী হবেন এবং তাকওয়ার পথে বিচরনকারী হবেন এবং তৎসঙ্গে তাদের আত্মীয় স্বজনদের আচরণও যেন তাদেরকে সকল প্রকার বদনামী থেকে রক্ষাকারী হয়। বরং সব আহমদী সেই প্রকৃত আহমদী হোক যেমনটি হওয়ার জন্য হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বারবার নসীহত করেছেন। যেন পৃথিবীতে আমরা দ্রুততার সাথে আহমদীয়াত তথা প্রকৃত ইসলামের পতাকা উড্ডীন দেখি।

হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) এক জায়গায় আমাদেরকে নসীহত করতে গিয়ে বলেন, "মানুষ দু'একটি কাজ করে ধারণা করে বসে যে, আল্লাহ্কে আমি সন্তুষ্ট করেছি। কিন্তু এটি সঠিক ধারণা নয়।" তিনি বলেন, "আনুগত্য বড় কঠিন একটি বিষয়। সাহাবীদের আনুগত্যই সত্যিকার আনুগত্য ছিল। আমাদের সামনে সেই আদর্শ রয়েছে। তিনি বলেন, এতায়াত বা আনুগত্য করা কি সহজ বিষয়? যে একশত ভাগ আনুগত্য করে না সে জামাতের সুনাম হানি করে। নির্দেশ কেবল একটিই নেই বরং বহু নির্দেশ রয়েছে, যেভাবে বেহেশতের অনেক দরজা রয়েছে, কেউ কোন দ্বারপথে জান্নাতে প্রবেশ করবে, কেউ অন্য কোন পথে। অনুরূপভাবে দোযখ বা জাহান্নামেরও অনেক দরজা রয়েছে। এমনটি যেন না হয় যে, তোমরা দোযখ বা জাহান্নামের একটি দরজা তো বন্ধ করবে কিন্তু দ্বিতীয়টি খোলা রেখে দিবে।"

(মালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৭৩-৭৪)

তিনি আরও বলেন, "বয়আত করে মানুষের কেবল এটি মানলেই চলবে না যে, এই জামাত সত্য আর এতটুকু মানলেই সেই সকল আশিস লাভ করবে। শুধু মানলে বা গ্রহণ করলে আল্লাহ্ সন্তুষ্ট হন না যতক্ষণ কর্ম বা আমল ভালো না হয়। এই জমাতে যেহেতু প্রবেশ করেছ তাই পণ্যবান হওয়ার চেষ্টা কর, মুত্তাকী হও, সকল পাপ এড়িয়ে চল। তোমার কথায় নম্রতা থাকা উচিত। ইস্তেগফারকে নিজের অভ্যাসে পরিণত কর। নামাযে দোয়া কর।"

(মালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২৭৪)

আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এইসব নসীহত মেনে চলার তৌফিক দান করুন। আমরা এবং আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মও যেন পুণ্য এবং তাকওয়ার ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়। আর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর যে মিশন, তা বাস্তবায়নে যেন সহায়ক হয়।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর পুস্তকাবলী অধ্যায়ন করুন

হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.) বলেনঃ

" বর্তমানে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর পুস্তকাবলী অধ্যায়ন করার দিকে মনোযোগ দেওয়া এবং এর থেকে লাভবান হওয়া উচিত। যা আমরা হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর পুস্তকাবলী থেকে পাই সেগুলিও কুরআন করীমের তফসীর ও ব্যাখ্যা।.....তাঁর পুস্তকাবলী অবশ্যই পড়া দরকার। এই পুস্তকাবলী থেকেই আমরা যুক্তি ও দলিল পেয়ে থাকি, মানুষের বিভিন্ন আপত্তির উত্তর দিয়ে থাকি.....এগুলি অধ্যায়নের ফলে আমরা বিরোধীদের আপত্তির উত্তরও দিতে সক্ষম হব এবং এর পাশাপাশি কুরআন করীমের জ্ঞান থেকে মারেফাত অর্জন করতে পারব।"

(আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ২রা জুলাই, ২০০৪)

বন্ধুরা জামাতে আহমদীয়া ওয়েবসাইট **www.alislam.org** থেকে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর পুস্তকাবলীর অডিও ডাউনলোড করে শুনতে পারেন।

(নাযির ইসলাহ ও ইরশাদ মারকাযিয়া)

ক্রস ধ্বংস ও শুকর বধ করার ব্যাখ্যা

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন " দ্বিতীয় বিশেষ লক্ষণ হল যে যখন সেই মসীহ আগমণ করবে, ক্রস ধ্বংস করবে এবং শুকর হত্যা করবে এবং একচক্ষু বিশিষ্ট দাজ্জাল কে হত্যা করবে, আর যে কাফেরের কাছে তার ফুৎকারের বায়ু পৌঁছাবে সে তৎক্ষনাৎ মারা যাবে । অতএব এই লক্ষণের তাৎপর্য যা আসলে আধ্যাত্মিকরূপে মনে করা হয়েছে, এই যে ,মসীহ পৃথিবীতে এসে ক্রুসীয় ধর্মের বৈভব ও মর্যাদাকে পদদলিত করবে।আর ঐসকল লোক যাদের মধ্যে শুকুরের ন্যায় লজ্জা হীনতা বিদ্যমান (অর্থাৎ শুকুরের লজ্জাহীনতা যদিও সে পশুমাত্র) এবং যারা নোংরা ভক্ষন করে তাদেরকে অকাট্য যুক্তি প্রমাণের অস্ত্র দ্বারা তাদের ধ্বংস করবে। এবং ঐসকল লোক যারা শুধুমাত্র পার্থিব দৃষ্টিশক্তি রাখে ,ধর্মীয় চক্ষু পূর্ণতভাবে অন্ধ। বরং চক্ষুর স্থানে একটি কুৎসিৎ রকমের ফোঁড়া বার হয়ে থাকবে, তাদেরকে সুস্পষ্ট যুক্তি প্রমাণের তরবারী দ্বারা (অর্থাৎ এমন দলিল প্রমাণের তরবারি দ্বারা যা কাটতে সক্ষম) পরাস্ত করে অস্বীকারকারী অস্তিত্বের নিধন করবে।" অতএব এগুলি দলিল ও যুক্তি প্রমাণ যার দ্বারা কাটা হবে যাতে তাদের মিথ্যা দাবী ও অস্তিত্বকে বিলীন করে দেওয়া যায়।" আর কেবল এমন একচক্ষু বিশিষ্ট লোক নয় বরং প্রত্যেক কাফের যে দ্বীনে মহম্মদকে অবজ্ঞাপূর্ণ দৃষ্টিতে দেখে।"অর্থাৎ যারা আঁ হযরত (সাঃ)এর দ্বীনকে ঘৃণার চোখে দেখে।"মসীহী দলিল প্রমাণের প্রতাপশালী ফুৎকারে আধ্যাত্মিকরূপে ধ্বংস হবে।" হযরত মসীহ (আঃ) এসে তাদেরকে দলিল দ্বারা বধ করবেন।"প্রকৃত তাৎপর্য এই যে, এই সকল বাক্য রূপকভাবে বর্তমান যা এই অধমকে সুস্পষ্টরূপে বোঝানো হয়েছে। এখন এটা কেউ বুঝুক বা না বুঝুক, কিন্তু অবশেষে কিছুকাল যাবৎ প্রতীক্ষা করে একদিন নিজেদের অমূলক আশা থেকে সম্পূর্ণরূপে হতাশ হয়ে সকলে এই দিকে প্রত্যাবর্তন করবে।"

(ইজালা আওহাম, রুহানী খাজাইন তৃতীয় খন্ড পৃঃ ১৪১-১৪৩)

সুতরাং হযরত মসীহ মওউদ(আঃ) খ্রীষ্টানদেরকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন।খৃষ্টধর্ম যে দ্রুততার সঙ্গে বিস্তার লাভ

করছিল সেটাকে তিনিই প্রতিহত করেছেন।ভারতবর্ষে সেই সময় হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মুসলমান খ্রীষ্টান হচ্ছিল। হযরত মসীহ মওউদ(আঃ) হলেন সেই ব্যক্তি, একমাত্র যিনি এই আক্রমণকে কেবল প্রতিহতই করেননি বরং ইসলামের সম্মানকে পুণঃপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। অপরদিকে আফ্রিকাতে জামাতে আহমদীয়া খৃষ্টধর্মের হুঙ্কারকে থামিয়ে দিয়েছে। ইসলামের সৌন্দর্য্যময় চিত্র প্রদর্শন করে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ খ্রীষ্টানকে আহমদী মুসলমান বানিয়েছে। এগুলি হল হযরত মসীহ (আঃ) এর কার্যাবলী যা তিনি সম্পাদন করে দেখিয়েছেন।এবং আল্লাহ তায়ালার ফজলে আজ অবধি জামাত আহমদীয়া তাঁর প্রদত্ত শিক্ষা ও যুক্তি প্রমাণের মাধ্যমে হৃদয়কে জয় করে গন্তব্যের দিকে অগ্রসর রয়েছে এবং ইনশাল্লাহ থাকবে। যেরূপ হযরত মসীহ মওউদ(আঃ) বলেছিলেন যে একদিন মানুষ আশাহত হয়ে প্রত্যাবর্তন করবে। অতএব এটা এই বিষয়ের ব্যাখ্যা যে কিভাবে এদের প্রতারণা ও কপটতাকে শেষ করতে হয়। এই হল শুকর বধ ও ক্রস ধ্বংস করার অর্থ। এটাই হল দাজ্জালের

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

Title Code: PUNBEN00001

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান **The Weekly BADAR Qadian**

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

Vol. 1 Thursday, 1st Dec, 2016 Issue No. 39

MANAGER
NAWAB AHMAD
Phone: +91 1872-224 -757
Mob: +91 9417 020 616
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com
SUBSCRIPTION
ANNUAL : Rs. 300/-

১২৬তম জলসা সালানা কাদিয়ানের অনুষ্ঠান

২৮ শে ডিসেম্বর দুপুরে ইমাম জামাত আহমদীয়া সৈয়্যদানা হযরত আমীরুল মোমেনীন মির্যা মাসরূর আাহমদ (আই.) -এর জ্ঞানগর্ভ ও ঐশী তত্ত্বজ্ঞান সমৃদ্ধ সমাপনী ভাষণ ছাড়াও নিম্নোক্ত বিষয়ের উপর সম্মানীয় উলেমাগণ বক্তব্য পেশ করবেন।

১) **আল্লাহ্ তা'লার অস্তিত্ব (আল্লাহ্‌র একত্ববাদ এবং বিশ্বের ধর্মসমূহের)**

২ **মহানবী (সা.)-এর সীরাত (ন্যায় বিচারের আলোকে)**

৩) **হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর সীরাত [মহানবী (সা.)-এর প্রতি তাঁর আত্ম-বিলীনতা]**

৪) **হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর সত্যতা (ঐশী সাহয্য ও সমর্থনের আলোকে)**

৫) **সাহাবা (রা.)-গণের সীরাত [হযরত আবু হুরাইরা (রা.) এবং হযরত শেখ ইয়াকুব আলি ইরফানি সাহেব (রা.)]**

৬) **দাওয়াতে ইলাল্লাহ এবং জামাত আহমদীয়ার দায়িত্বাবলী**

৭) **মুসলমানদের ঐক্য এবং বিশ্ব-শান্তি প্রতিষ্ঠা নবুয়তের পদ্ধতিতে খিলাফত ব্যবস্থার সঙ্গে সম্পৃক্ত।**

৮) **ধর্মীয় গুরুদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের মধ্যেই বিশ্ব-শান্তির নিরাপত্তা নিহিত।**

৯) **ওসীয়্যত ব্যবস্থার গুরুত্ব ও কল্যাণ**

১০) **খিলাফত ব্যবস্থার আনুগত্য এবং এর কল্যাণ**

১১) **আহমদীয়াতই হল প্রকৃত ইসলাম।**

১২) **জামাত আহমদীয়া এবং কুরআনের খিদমত**

সঙ্গে মোকাবিলা করার অর্থ যা হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) বর্ণনা করেছেন। আজকেও একমাত্র জামাত আহমদীয়া প্রত্যেক স্থানে খৃষ্টধর্মের মোকাবিলা করছে। গতকয়েক দিন পূর্বে টিভিতে একটি অনুষ্ঠান সম্প্রচার হচ্ছিল যথা সম্ভব জি অথবা এ.আর.আই চ্যানেলে, কিম্বা এই ধরণেরই কোনো টিভি চ্যানেলে যেটা এশিয়া থেকে সম্প্রচারিত হয় ; সেখানে একজন আল্লামা ডাক্টার ইসরার সাহেব বলছিলেন যে, যেহেতু মুসলমান আলেমগণ সেসময় অজ্ঞ(জাহেল) ছিল এবং ধর্মীয় জ্ঞান তাদের বিন্দুমাত্র ছিলনা। না কোরানের জ্ঞন রাখত না হাদিসের জ্ঞান রাখত না বাইবেলের জ্ঞান রাখত, অপরদিকে মির্যা গোলাম আহমদ সাহেব কাদিয়ানী একজন আলেম ব্যক্তি ছিলেন। বাইবেল ও অন্যান্য ধর্মেরও জ্ঞান রাখতেন। এই কারণে তিনি সেই সময় খ্রীষ্টানদের মুখ বন্ধ করে দিয়েছিলেন। তাঁর কথার অর্থ এধরণের ছিল। যাই হোক এটা তো তিনি স্বীকার করে নিয়েছেন যে, হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) একমাত্র সেই ব্যক্তি ছিলেন যিনি অকাট্য যুক্তি প্রমাণের মাধ্যমে , সশক্ত দলিল দ্বারা তাদেরকে প্রতিহত করেছেন।তারা একথা স্বীকার করে যে একমাএ হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী সেসময় খৃষ্টবাদের আক্রমণকে প্রতিহত করেন এবং মুসলমানদেরকে খ্রীষ্টান হয়ে যাওয়ার হাত থেকে রক্ষা করেন। তারপর তিনি তাঁর বক্তব্যে নিরর্থক বিভিন্ন ধরণের ব্যাখ্যা দিয়ে গেছেন। হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) এর বিরুদ্ধেও কিছু বলেছিলেন যে তিনি মসীহ হতে পারেননা। যাই হোক একথা তো আজ অবধিও স্বীকার করা হয় যে, যদি কেউ খৃষ্টবাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিল এবং এর শিক্ষাকে দলিল প্রমান দ্বারা বাতিল করেছিল, সেটা একজনই যোদ্ধা ছিল, যাঁর নাম হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী।অতএব আজকে এরা স্বীকার করুক না করুক, কিন্তু যেরূপ হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) বলেছেন যে একদিন এমন আসবে , যখন তারা মানতে বাধ্য হবে যে মসীহী দলিলই দাজ্জালকে ধ্বংস করেছে, যে দলিল হযরত মসীহ মওউদ(আঃ) দিয়েছেন , আর তিনিই প্রতিশ্রুত মসীহ।

(খুতবাতে মাসরূর)

দুইয়ের পাতার পর.....

আজ আর্থিক সংকট একটি গুরুতর সমস্যা যার নাম দেওয়া হয়েছে 'ক্রেডিট কাঞ্চ' (অর্থাৎ অর্থনৈতিক সংকোচন) । শুনতে অদ্ভুত মনে হলেও এটা একটি সত্যের দিকে ইঙ্গিত করছে। পবিত্র কোরআন আমাদের 'সুদ এড়িয়ে' থাকার উপদেশ দান করে কারণ সুদ এমন একটি অভিশাপ যা পারিবারিক, জাতীয়, আন্তর্জাতিক শান্তির ক্ষেত্রে বিপদ। আমাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে যে, যে সুদ নেয় সে একদিন তাদের মত হবে যাদেরকে শয়তান উন্মত্তার সাথে আঘাত করেছে। সুতরাং মুসলমান হিসাবে আমাদের সতর্ক করা হয়েছে যে, এই পরিস্থিতি এড়ানোর সুদের উপর লেনদেন বন্ধ করতে হবে। কারণ টাকা খাটিয়ে যে সুদ পাওয়া যায় তাতে সম্পদ বাড়ে না যদিও আপত দৃষ্টিতে মনে হয় এটা বৃদ্ধি পায়। একটা সময় আসে যখন এর আসল রূপ অপরিহার্যরূপে বেরিয়ে আসে। অধিকন্তু আমাদের সাবধান করা হয়েছে যে, সুদের কারবারে আমাদেরকে প্রবেশ করার অনুমতি দেওয়া হয়নি। এই সতর্কবাণী দেওয়া হয়েছে যে, যদি আমরা এই রকম কারবার করি এটা হবে আল্লাহতা"লার বিরূদ্ধে লড়াই এর শামিল।

আজকের অর্থনৈতিক সংকোচন থেকেই বিষয়টি স্পষ্ট। শুরুতে কিছু ব্যক্তি সম্পত্তি কেনার জন্য টাকা সুদের উপর ধার নিত সে সম্পত্তির মালিকানার মুখ দেখার পূর্বেই ঋণের ভারে মারা যেত। এখন কিন্তু সরকার সেখানে সেই ঋণের ভারে জর্জরিত হচ্ছেও উন্মত্তার সাথে তাকে আঘাত পেতে হচ্ছে। বড় বড় কোম্পানি দেউলিয়া হয়েছে। কতকগুলো ব্যাঙ্ক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে গিয়েছে বা জামিনে মুক্ত হয়েছে। ধনী, দরিদ্র নির্বিশেষে সকল দেশেই এই পরিস্থিতি পরিব্যপ্ত হয়েছে। আপনারাই এই সঙ্কট সম্পর্কে আমার চাইতে বেশি জানেন। আমানত কারীর টাকা সমূলে বিনষ্ট হয়ে গিয়েছে। এখন কিভাবে ও কতটা সেগুলোকে রক্ষা করা যেতে পারে তা সরকারের উপর নির্ভর করছে। কিন্তু আপাতত পরিবারের মনের শান্তি, ব্যবসায়ীদের মনের শান্তি পৃথিবীর অধিকাংশ দেশের সরকারের প্রধানদের মানসিক শান্তি নষ্ট হয়েছে।

এই পরিস্থিতি কি আমাদের ভাবতে বাধ্য করে না যে, পৃথিবী একটি নিশ্চিত ধ্বংসের দিকে ধাবিত হচ্ছে যার সতর্কতা আমাদের অনেক পূর্বেই দেওয়া হয়েছিল? এই পরিস্থিতির পরবর্তী ফলাফল কি হবে আল্লাহই ভাল জানেন।

সর্বশক্তিমান আল্লাহ বলেন তোমরা শান্তির দিকে এস এবং তা তখনই নিশ্চিত হবে যখন বিশুদ্ধ ও সুস্থ বানিজ্য হবে এবং যখন সম্পদসমূহ সঠিক ও ন্যায্যভাবে ব্যবহৃত হবে।

এখন আমদের শিক্ষার স্মারক বস্তুর সংক্ষিপ্ত প্রয়োজনীয় বিষয় গুলি বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি। সত্যিকারের শান্তি আল্লাহর দিকে বিনয়াবনত হওয়ার মধ্যে নিহিত। আল্লাহ আমাদের এই বিষয়গুলি বুঝবার শক্তিদান করুন এবং অপরের অধিকার সমূহ পালনের ক্ষমতা দান করুন।

পরিশেষে আপনাদের এখানে আগমন ও আমার কথাগুলি শুনবার জন্য আমি আপনাদের সকলের নিকট আবারও কৃতজ্ঞতা জানাই।

আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ।

একের পাতার পর.....

স্বপ্নে শয়তানে এক বিন্দু হস্তক্ষেপ নাই। কেননা, ইহা একটি শাস্তি সম্পর্কিত ঘটনার সহিত পূর্ণ হইয়াছে। জীবনদাতা ও মৃত্যুদাতা তো খোদার নাম, শয়তানের নাম নহে। হ্যাঁ, এই সত্য-স্বপ্ন দ্বারা মিয়া আব্দুল হাকিমের কোন শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয় না। কেননা, হযরত ইউসুফের যুগে ফেরাউনও সত্য-স্বপ্ন দেখিয়া ছিল। কোন কোন সময় বড় বড় কাফেররাও সত্য-স্বপ্ন দেখিয়া থাকে। বিপুল অদৃশ্যের জ্ঞান এবং এক বিশেষ পুরস্কার দ্বারা খোদার গৃহীত বান্দাগণকে সনাক্ত করা হয়। কেবল দুই একটি স্বপ্ন দ্বারা তাহা করা যায় না।

(হাকীকাতুল ওহী, রূহানী খাযায়েন, ২২ তম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১৯০-১৯২)

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of the Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir